সমকাল

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২

১৫ নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে 'ক্লিন সার্টিফিকেট'

■ হকিকত জাহান হকি

রাজধানীর ১৫টি নামিদামি স্কুলের বিরুদ্ধে প্রতি বছরই ভর্তি বাণিজ্যসহ নানা অভিযোগ ওঠে। এবার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম অনুসন্ধান করতে মাঠে নেমেছে দুদক। কিন্তু গত ৮ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২৬ দিন অনুসন্ধান চালিয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতির কোনো তথ্য-প্রমাণ পায়নি দুদকের বিশেষ টিম। অনুসন্ধান শেষে এখন ওই ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে 'ক্লিন সার্টিফিকেট' দিতে যাচ্ছে দুদক। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন মহলে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে দুদকের অনুসন্ধান

এটা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছরই এই ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে হৈচৈ ও নানা অরাজকতা সৃষ্টি হয়। বিচিত্র ধরনের ফি যুক্ত করে অস্বাভাবিক হারে ভর্তি ফি নেওয়া, নির্দিষ্ট কোটার অতিরিক্ত ভর্তি, লটারির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত করে অস্বাভাবিক হারে ফি নেওয়ার অভিযোগ প্রতি বছরই করা হয় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহলেও রয়েছে যথেষ্ট ক্ষোভ।

ভর্তি বাণিজ্যের এসব অনৈতিক তথ্য-প্রমাণ খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে গত ৮ জানুয়ারি দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক মীর জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। টিমের সদস্যরা ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আলাদাভাবে চিঠি দিয়ে ভর্তিসংক্রান্ত নীতিমালা, ভর্তিবিষয়ক কিছু নথিপত্রও সংগ্রহ করেন।

দুদকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, ওইসব নথি পর্যালোচনা করে এ পর্যন্ত ভর্তি বাণিজ্যের কোনো তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই ১৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগটি তদারক করছেন মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী।

অন্য একটি সূত্র জানায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভর্তিসংক্রান্ত খাতাপত্র ঘাঁটলে ভর্তি বাণিজ্যের তথ্য পাওয়া যাবে না। অবৈধ বাণিজ্য বৈধ করতে তারা অফিসের কাগজপত্র ঠিকঠাক করে রাখে। এই অনিয়ম, দুর্নীতির প্রমাণ পেতে হলে নানামুখী অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন। এর মধ্যে অফিসের ভর্তিসংক্রান্ত নথির সঙ্গে অভিভাবকদের দেওয়া ভর্তি রসিদের কপি মিলিয়ে দেখতে হবে। মোট ছাত্রছাত্রীর ভর্তি ফির টাকার পরিমাণের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ব্যাংকে ভর্তি ফি বাবদ কত টাকা জমা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ১

১৫ নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আর ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অন্যান্য খাতে কত টাকা আদায় করে ব্যাংকে জমা হয়েছে– তাও খতিয়ে দেখতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক ও পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য সদস্যদের ব্যাংক হিসাবও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

তদন্তের বিষয়ে আবার অনেকে বলেছেন, অনিয়ম বের করতে হলে ব্যাপক অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে ভর্তি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের জীবনযাত্রার মান ও সম্পদের হিসাব নিতে হবে। সূত্র জানায়, প্রতি বছরই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ দুদক সেসব তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে উল্টো প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'ক্লিন সার্টিফিকেট' দিতে যাচ্ছে। দুদকের এ কার্যক্রমে অভিবাবকসহ অন্যান্য মহলে হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন-২০০৪-এর ১৭(ট) অনুযায়ী ভর্তির নামে ১৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। অনুসন্ধানে যাদের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম, দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমণ্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়, সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হলিক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ।